*Registered No. WB/SC-247* *রেজিস্ট্রী নংঃ ডব্লু.বি/এস.সি-247*

सत्यमेव जयते

# Kolkata Gazette
# কলকাতা গেজেট

EXTRAORDINARY
**বিশেষ**

**PART III**
**ভাগ ৩**

**Published by Authority**
**প্রাধিকারবলে প্রকাশিত**

**No. 4** **KOLKATA, THURSDAY, MAY 16, 2024** **[VAISAKHA 26, 1946 (SAKA)**
নং ৪ কলকাতা, বৃহস্পতিবার, ১৬ মে, ২০২৪ [২৬শে বৈশাখ, ১৯৪৬ (শক)

## বিধি বিভাগ

কলকাতা, ১৬ই মে, ২০২৪/২৬শে বৈশাখ, ১৯৪৬ (শক)

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হাইয়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন অ্যাক্ট, ১৯৭৫-এর বঙ্গানুবাদ এতদ্দ্বারা রাজ্যপালের প্রাধিকারাধীনে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রদীপ কুমার পাঁজা

*প্রধান সচিব*
বিধি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

## LAW DEPARTMENT

Kolkata, 16th May, 2024/Vaisakha 26, 1946 (Saka)

The translation in Bengali of The West Bengal Council of Higher Secondary Education Act, 1975 is hereby published under the authority of the Governor of West Bengal.

Pradip Kumar Panja

*Principal Secretary*
Law Department
Government of West Bengal

---

## পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ আইন, ১৯৭৫
## (১৯৭৫-এর পশ্চিমবঙ্গ ৮ নং আইন)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের ক্ষমতা ও কৃত্য নিরূপণ করিতে ঐরূপ পরিষদের স্থাপন করণার্থ এবং তৎসংক্রান্ত কতিপয় বিষয়ের বিহিত করণার্থ আইন।

যেহেতু, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের ক্ষমতা ও কৃত্য নিরূপণ করিতে ঐরূপ পরিষদের স্থাপন করা এবং তৎসংক্রান্ত কতিপয় বিষয়ের বিহিত করা সঙ্গত;

অতএব, ইহা, ভারত সাধারণতন্ত্রের ছাব্বিশতম বর্ষে, পশ্চিমবঙ্গের বিধানমণ্ডল কর্তৃক এতদ্দ্বারা নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল :—

### অধ্যায় ১
### প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত নাম ও প্রসার।

১। (১) এই আইন পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ আইন, ১৯৭৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রসারিত হইবে।

সংজ্ঞার্থ।

২। এই আইনে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে, —

(ক) 'পরিষদ' বলিতে ৩ ধারা অনুযায়ী স্থাপিত পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদকে বোঝায়;

(খ) 'তহবিল' বলিতে বোঝায় ২৮ ধারায় উল্লিখিত পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ তহবিল;

(গ) ''প্রতিষ্ঠানের প্রধান'' বলিতে, তিনি যে নামেই নামোদ্দিষ্ট হউন, কোন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মিবর্গের প্রধানকে বোঝায়;

(ঘ) ''উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা'' বলিতে রাজ্য সরকার এতৎপক্ষে যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিতে পারেন, সেরূপ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী সম্পর্কে ব্যতীত, ১৯৭৪-এর পয়লা জানুয়ারি হইতে কার্যকারিতাসহ পুরঃস্থাপিত মাধ্যমিক শিক্ষার ধরনে বিদ্যালয় শিক্ষার অন্তিম পর্যায়ের পর আরভ্যমান সেরূপ শিক্ষাকে বোঝায় যাহা, কোন বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার দ্বারা আনীত ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী পাঠক্রমে ভর্তির জন্য ছাত্রছাত্রীদের যোগ্যতাসম্পন্ন করিবার লক্ষ্যে তাহাদের জন্য যথা-বিহিত, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ দ্বারা আনীত সরকারী পরীক্ষা, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, তাহা উত্তীর্ণ হইবার সাথে নিষ্পন্ন হয় এবং রাজ্য সরকারের কোন সাধারণ বা বিশেষ আদেশ সাপেক্ষে, —

(১) মানবিক বিদ্যা,

(২) বিজ্ঞান,

(৩) বাণিজ্য,

(৪) কৃষি,

(৫) প্রায়োগিক পাঠক্রমসমূহ; অথবা

(৬) রাজ্য সরকার পরিষদের সহিত পরামর্শক্রমে বিহিত করিতে পারেন এরূপ বৃত্তিবিষয়ক বা অন্যান্য পাঠক্রমের শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(ঙ) 'প্রতিষ্ঠান' বলিতে বোঝায় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় অথবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা কোন মহাবিদ্যালয় বা সংস্থার বিভাগ যাহা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষণ প্রদান করে;

(চ) কোন প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে ব্যবহৃত ''পরিচালক কমিটি'' বলিতে বোঝায় তৎসময়ে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ;

(ছ) 'সদস্য' বলিতে বোঝায় পরিষদের কোন সদস্য;

(জ) 'প্রজ্ঞাপন' বলিতে বোঝায় সরকারী গেজেটে প্রকাশিত কোন প্রজ্ঞাপন;

(ঝ) 'বিহিত' বলিতে বোঝায় এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা বিহিত;

(ঞ) 'সভাপতি' বলিতে বোঝায় পরিষদের সভাপতি;

(ট) প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে ব্যবহৃত, ব্যাকরণগত তারতম্যসহ 'স্বীকৃত' বলিতে বোঝায় এই আইন অনুযায়ী স্বীকৃত;

(ঠ) 'প্রনিয়ম' বলিতে বোঝায় এই আইন অনুযায়ী পরিষদ দ্বারা প্রণীত কোন প্রনিয়ম;

(ড) 'নিয়ম' বলিতে বোঝায় এই আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রণীত কোন নিয়ম;

(ঢ) রাজ্য সরকার এতৎপক্ষে যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন, সেরূপ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে ব্যতীত ''মাধ্যমিক শিক্ষা'' বলিতে বোঝায় ১৯৭৪-এর পয়লা জানুয়ারি হইতে কার্যকারিতাসহ পুরঃস্থাপিত মাধ্যমিক শিক্ষার ধরনের সেই শিক্ষা, যাহা পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আইন, ১৯৬৩-তে ঐরূপে সংজ্ঞার্থ নির্ণীত কোন প্রতিষ্ঠানে ঐরূপে শিক্ষা প্রদান করা হয় যাহা পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ দ্বারা আনীত সরকারী পরীক্ষা, উহা যে নামেই অভিহিত হউক, তাহা উত্তীর্ণ হইবার সাথে অবসান ঘটে। ১৯৬৩-র পশ্চিমবঙ্গ ৫ নং আইন।

অধ্যায় ২

পরিষদ

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের স্থাপন এবং নিগমবন্ধন।

৩। (১) রাজ্য সরকার, এই আইন বলবৎ হইবার পর যথা শীঘ্র একটি পরিষদ গঠন করিবেন যাহা পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ বলিয়া অভিহিত হইবে।

(২) পরিষদটি হইবে নিরবচ্ছিন্ন উত্তরানুক্রম এবং সাধারণ সীলমোহর সহ একটি নিগমবদ্ধ সংস্থা, যাহা সম্পত্তি অর্জন, ধারণ এবং বিলিব্যবস্থা করিবার, সংবিদাবদ্ধ হইবার এবং এই আইনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল কিছু করিবার অধিকারী হইবেন এবং উক্ত নামে মোকদ্দমা করিবেন ও উহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা যাইবে।

পরিষদের রচনা।

[১]৪। (১) পরিষদ নিম্নলিখিত সদস্যগণ লইয়া গঠিত হইবে—

(ক) সভাপতি, যিনি রাজ্য সরকার দ্বারা নিযুক্ত হইবেন;

(খ) পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি, পদাধিকারবলে;

(গ) পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি, পদাধিকারবলে;

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি, পদাধিকারবলে;

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা, পদাধিকারবলে;

(চ) পশ্চিমবঙ্গ প্রায়োগিক শিক্ষা অধিকর্তা, পদাধিকারবলে;

(ছ) পশ্চিমবঙ্গ শিল্প অধিকর্তা, পদাধিকারবলে;

(জ) পশ্চিমবঙ্গ কৃষি অধিকর্তা, পদাধিকারবলে;

(ঝ) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষাবিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের অধিকর্তা, পদাধিকারবলে;

(ঞ) রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ের অধিকর্তা, পদাধিকারবলে;

(ট) ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকর্তা, পদাধিকারবলে;

(ঠ) অধ্যক্ষ, কলাভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পদাধিকারবলে;

(ড) রাজ্য সরকার দ্বারা মনোনীত দশজন ব্যক্তি যাঁহাদের মধ্যে—

(i) একজন হইবেন শিক্ষায় স্বার্থান্বিত মহিলা,

(ii) একজন হইবেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোন অনুষদের ডীন,

(iii) চারজন হইবেন কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের প্রধান যাঁহাদের মধ্যে দুইজন হইবেন মহিলা,

(iv) একজন হইবেন পশ্চিমবঙ্গের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বদ্ধকৃত কোন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ;

(ঢ) বিহিত প্রণালীতে নির্বাচিত হইবেন আটত্রিশ জন শিক্ষক।

ব্যাখ্যা। - এই প্রকরণের উদ্দেশ্যে 'শিক্ষক' বলিতে বোঝায় কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক যিনি উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীতে শিক্ষাদান করেন;

---

[১]৪ নং ধারাটি ২০০৬-এর ১৪ নং পশ্চিমবঙ্গ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(ণ) বিহিত প্রণালীতে নির্বাচিত হইবেন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের চারজন অশিক্ষক কর্মচারী;

(ত) স্বীকৃত উচ্চমাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালক কমিটি হইতে রাজ্য সরকার দ্বারা মনোনীত হইবেন দুইজন সদস্য;

(থ) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ দ্বারা উহার সদস্যগণের মধ্য হইতে দুইজন প্রতিনিধি মনোনীত হইবেন;

(দ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের একজন প্রতিনিধি যিনি বিহিত প্রণালীতে ঐরূপ সেনেটের সদস্যগণের দ্বারা তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন;

(ধ) মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের একজন প্রতিনিধি যিনি বিহিত প্রণালীতে ঐরূপ কোর্টের সদস্যগণের দ্বারা তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন;

(ন) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের একজন প্রতিনিধি যিনি বিহিত প্রণালীতে ঐরূপ কোর্টের সদস্যগণের দ্বারা তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন;

(প) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের একজন প্রতিনিধি যিনি বিহিত প্রণালীতে কোর্টের সদস্যগণের দ্বারা তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন;

(ফ) কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের একজন প্রতিনিধি যিনি বিহিত প্রণালীতে কোর্টের সদস্যগণের দ্বারা তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন;

(ব) বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের একজন প্রতিনিধি যিনি বিহিত প্রণালীতে কোর্টের সদস্যগণের দ্বারা তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন;

(ভ) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের একজন প্রতিনিধি যিনি বিহিত প্রণালীতে কোর্টের সদস্যগণের দ্বারা তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন;

(ম) বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের একজন প্রতিনিধি যিনি বিহিত প্রণালীতে কোর্টের সদস্যগণের দ্বারা তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন;

(য) পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের একজন প্রতিনিধি যিনি বিহিত প্রণালীতে কোর্টের সদস্যগণের দ্বারা তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন;

(যক) পশ্চিমবঙ্গ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের একজন প্রতিনিধি যিনি বিহিত প্রণালীতে কোর্টের সদস্যগণের দ্বারা তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন;

(যখ) পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় বিচার বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ পরিষদের একজন প্রতিনিধি যিনি বিহিত প্রণালীতে ঐ পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন;

(যগ) শিবপুর বঙ্গীয় ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি যিনি বিহিত প্রণালীতে ঐরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণের দ্বারা তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন;

(যঘ) নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি যিনি বিহিত প্রণালীতে ঐরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণের দ্বারা তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন;

(যঙ) প্রনিয়ম দ্বারা ব্যবস্থিত প্রণালীতে পরিষদের কর্মচারিগণের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন দুইজন ব্যক্তি, যাঁহাদের মধ্যে একজন হইবেন আধিকারিক।

নির্বাচনে খেলাপের ক্ষেত্রে নিযুক্তি।

[২]৪অ। (১) রাজ্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, তারিখ বিনির্দিষ্ট করিতে পারিবেন, যাহা অনুযায়ী রাজ্য সরকার ব্যতীত অন্যান্য প্রাধিকারী, ৪ ধারায় উল্লিখিত সদস্যগণকে নির্বাচিত বা মনোনীত করিবেন।

(২) যদি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ ও রাজ্য সরকার ব্যতীত অন্য কোনও প্রাধিকারী (১) উপধারা অনুযায়ী যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে, সেরূপ তারিখ অনুযায়ী ৪ ধারা অনুযায়ী সদস্য বা সদস্যগণকে ক্ষেত্রানুযায়ী নির্বাচন করিতে বা মনোনয়ন করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে রাজ্য সরকার ঐরূপ নির্বাচন বা মনোনয়নের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে ঐরূপ সদস্য বা সদস্যগণকে নিযুক্ত করিবেন।

পরিষদের সভাপতির বেতন এবং ভাতা।

৫। সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের তহবিল হইতে রাজ্য সরকার যেরূপ নির্ধারণ করিবেন সেরূপ বেতন ও ভাতা, কিছু থাকিলে, তাহা পাইবেন।

পরিষদের সভাপতি ও সদস্যগণের নাম প্রকাশন।

৬। [৩][৪ ধারা অনুযায়ী মনোনীত বা নির্বাচিত অথবা ৪অ ধারা অনুযায়ী নিযুক্ত] পরিষদের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যগণের নাম, তাঁহাদের নিযুক্তি, মনোনয়ন বা নির্বাচনের পর যথাসম্ভব শীঘ্র সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

পরিষদের মনোনীত বা নির্বাচিত সদস্যগণের পদের মেয়াদ।

৭। (১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন মনোনীত বা নির্বাচিত সদস্য রাজ্য সরকার যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন, সেরূপ অনধিক তিন বৎসর মেয়াদের জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন এবং ঐরূপ মেয়াদ ৬ ধারা অনুযায়ী মনোনীত বা নির্বাচিত সদস্যের নাম যে তারিখে প্রকাশিত হয়, সেই তারিখ হইতে গণনা হইবে।

[৪](১অ) মনোনীত বা নির্বাচিত সদস্যগণের মেয়াদ সেই সময়সীমাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে যাহা উক্ত মেয়াদের অবসান এবং সময়ের নির্গমন হেতু শূন্যতা পূরণের জন্য ক্ষেত্রানুযায়ী নূতন সদস্যের মনোনয়ন বা নির্বাচনের তারিখের মধ্যে অতিবাহিত হইতে পারে।

(২) কোন মনোনীত বা নির্বাচিত সদস্য (১) উপধারা অনুযায়ী বিনির্দিষ্ট পদের মেয়াদ অবসানের পর পুনঃমনোনীত বা পুনঃনির্বাচিত হইতে পারেন।

আকস্মিক শূন্যতা।

৮। যদি কোন মনোনীত বা নির্বাচিত সদস্য মারা যান বা তাঁহার পদ হইতে পদত্যাগ করেন অথবা অন্যথা আর সদস্য না থাকেন, তাহা হইলে সেই শূন্যতা ৪ ধারা অনুযায়ী নূতন মনোনয়ন বা নির্বাচন দ্বারা পূরিত হইবে।

[২]৪ অ ধারাটি ২০০৬-এর ১৫ নং পশ্চিমবঙ্গ আইন দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৩] বন্ধনীর মধ্যে শব্দগুলি ২০০৬-এর ১৪ নং পঃ বঃ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] উপধারা ৭(১অ), ১৯৯৪-এর ৩৫ নং পশ্চিমঙ্গ আইন দ্বারা সন্নিবেশিত।

সভাপতির পদের মেয়াদ।

৯। ৪ ধারার (১) উপধারার (ক) প্রকরণ অনুযায়ী সভাপতির নিযুক্তি রাজ্য সরকার এতৎপক্ষে যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন, সেরূপ সময়সীমার জন্য হইবে, কিন্তু রাজ্য সরকার সময়ে সময়ে ঐ সময়সীমা প্রসারিত করিতে পারিবেন এরূপভাবে যে, নিযুক্তির মোট সময়সীমা, প্রথম নিযুক্তির তারিখ হইতে চার বৎসরের বেশি হইবে না এবং উক্ত সময়সীমা বা প্রসারিত সময়সীমা, কিছু থাকিলে, তাহার অবসানের পর, সভাপতি পুনর্নিযুক্ত হইতে পারেন :

[৫]তবে, কোন ব্যক্তি যিনি বাষট্টি বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি সভাপতিরূপে পদে অধিষ্ঠিত হইবার যোগ্য হইবেন না।

সভাপতি অথবা মনোনীত বা নির্বাচিত সদস্যগণের উত্তরকালীন নির্যোগ্যতা।

১০। যদি সভাপতি অথবা মনোনীত বা নির্বাচিত সদস্য ক্ষেত্রানুযায়ী তাঁহার নিযুক্তি বা মনোনয়ন বা নির্বাচনের পর ১৪ ধারায় বিনির্দিষ্ট কোন নির্যোগ্যতার অধীন হইয়া যান, তাহা হইলে তিনি রাজ্য সরকার যেরূপ নির্দেশ দিবেন, সেরূপ তারিখ হইতে কার্যকারিতাসহ আর পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন না।

কোন কোন ক্ষেত্রে সদস্যপদের অবসান।

[৬]১১। (১) যখন কোন ব্যক্তি পরিষদ বা অন্য কোন প্রাধিকার বা পরিষদের কোন সংস্থার সদস্যপদের বলে কোন বিদ্যাপর্ষদ বা পরিষদের কমিটির সদস্য হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন হন, তখন তিনি পরিষদ বা ঐরূপ অন্য কোন প্রাধিকার বা পরিষদের অন্য কোন সংস্থার আর সদস্য না থাকিলে ক্ষেত্রানুযায়ী ঐরূপ বিদ্যাপর্ষদ বা পরিষদের কমিটির সদস্যরূপে আর থাকিবেন না।

(২) যখন কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচনক্ষেত্র হইতে পরিষদ বা কোন বিদ্যাপর্ষদ বা অন্য প্রাধিকার বা পরিষদের সংস্থার সদস্য হিসাবে মনোনীত বা নির্বাচিত হন, তখন তিনি আর ঐ নির্বাচনক্ষেত্রভুক্ত না থাকিলে ঐরূপ সদস্যও আর থাকিবেন না।

সভাপতি এবং মনোনীত বা নির্বাচিত সদস্যের পদত্যাগ।

১২। (১) সভাপতি তাঁহার পদত্যাগের অভিপ্রায় বিবৃত করিয়া রাজ্য সরকারকে লিখিত নোটিশ দিয়া তাঁহার পদ হইতে পদত্যাগ করিতে পারেন এবং তাঁহার ঐরূপ পদত্যাগ রাজ্য সরকার দ্বারা গৃহীত হইবার পর সভাপতি তাঁহার পদ শূন্য করিয়া দিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কোন মনোনীত বা নির্বাচিত সদস্য তাঁহার পদত্যাগের অভিপ্রায় বিবৃত করিয়া সভাপতিকে নিখিত নোটিশ দিয়া তাঁহার পদ হইতে পদত্যাগ করিতে পারেন এবং তাঁহার ঐরূপ পদত্যাগ পরিষদ দ্বারা গৃহীত হইবার পর ঐরূপ সদস্য তাঁহার পদ শূন্য করিয়া দিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

৫ এই অনুবিধিটি ২০০১-এর ২৬ নং পশ্চিমবঙ্গ আইন দ্বারা সংযোজিত।

৬ উপধারা ১১(১) ও (২) ১৯৯৪-এর ৩৫ নং পশ্চিমবঙ্গ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

সভাপতির পদের জন্য সাময়িক এবং কার্যকারী ব্যবস্থা।

১৩। যদি সভাপতি মারা যান বা পদত্যাগ করেন বা পদে আর অধিষ্ঠিত না থাকেন বা সাময়িকভাবে অনুপস্থিত থাকেন বা অন্য কোন কারণে তিনি সভাপতির কৃত্য সম্পাদন করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে রাজ্য সরকার পরিষদের একজন সদস্যকে সভাপতির ক্ষমতা প্রয়োগ এবং পদের কর্তব্য সম্পাদন করিবার জন্য প্রাধিকৃত করিবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না সভাপতি ক্ষেত্রানুযায়ী তাঁহার পদভার পুনরায় গ্রহণ করেন বা নূতন সভাপতি নিযুক্ত হন।

সদস্যপদের জন্য নির্যোগ্যতা।

১৪। কোন ব্যক্তি পরিষদের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত বা মনোনীত বা নির্বাচিত হইবার জন্য নির্যোগ্য হইবেন, যদি তিনি --

(ক) কোন ক্ষমতাপন্ন আদালত দ্বারা বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া বিচার-নির্ণীত হইয়াছেন;

(খ) অভারমুক্ত দেউলিয়া হন;

(গ) ভারমুক্ত দেউলিয়া হইলেও আদালত হইতে এই মর্মে কোন শংসাপত্র পান নাই যে তাঁহার দেউলিয়াত্ব দুর্ভাগ্যের জন্য ঘটিয়াছিল, উহা তাঁহার তরফের কোন অসদাচরণের জন্য ঘটে নাই;

(ঘ) আদালত দ্বারা কোন অপরাধে দোষীসাব্যস্ত হইয়াছেন, যাহা নৈতিক দুশ্চারিত্র্য জড়িত অপরাধ বলিয়া রাজ্য সরকার দ্বারা ঘোষিত হইয়াছে, যদি না--

(১) ঐরূপ নির্যোগ্যতা রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রমার্জনা করা হয়, অথবা

(২) তাঁহার কারাদণ্ডাদেশের মেয়াদ বা তাঁহার দোষসিদ্ধির তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের সময়সীমা, এতদুভয়ের মধ্যে যাহাই দীর্ঘতর হইবে, তাহা অবসিত হইয়া থাকে;

(ঙ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁহার নিজের বা তাঁহার অংশীদারের--

(১) পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত অথবা পরিষদের প্রাধিকার দ্বারা বা অনুযায়ী প্রকাশিত কোন পাঠ্যপুস্তকে কোন স্বার্থ বা অংশ ছিল বা আছে, অথবা

(২) পরিষদের আদেশের দ্বারা কৃত কোন কার্যে অথবা পরিষদের দ্বারা বা পরিষদের পক্ষে প্রবিষ্ট কোন সংবিদায় কোন স্বার্থ আছে :

তবে কোন ব্যক্তি যাঁহার (১) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত কোন পাঠ্যপুস্তকে কোন স্বার্থ বা অংশ ছিল, তাঁহার উক্ত উপ-প্রকরণ অনুযায়ী নির্যোগ্যতা পরিগৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না যদি ঐরূপ পাঠ্যপুস্তকের প্রকাশন বা পুনঃ-প্রকাশনের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়া থাকে।

অধিবেশন চালনা।

১৫। সভাপতি বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত পরিষদের একজন সদস্য পরিষদের অধিবেশনের সভাপতিত্ব করিবেন এবং সভাপতি বা ঐরূপ সদস্য যেকোন বিষয়ে ভোট দিবার অধিকারী হইবেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভোট সমান সমান হইলে দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট দিবার অধিকারী হইবেন।

ভোটদানে বাধানিষেধ।

১৬। (১) পরিষদের কোন সদস্য এরূপ কোনও বিষয়ে ভোটদান করিতে পারিবেন না যাহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত বা আর্থিক স্বার্থ জড়িত আছে অথবা বিষয়টি যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, সেই প্রতিষ্ঠানের তিনি শিক্ষক বা উহার পরিচালক কমিটির সদস্য হইয়া থাকেন।

(২) পরিষদের সভাপতি বা যে সদস্য ঐ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন তিনি (১) উপধারা অনুযায়ী উদ্ভূত প্রশ্নের মীমাংসা করিবেন এবং উক্ত বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

পরিষদের কৃত্যকে ব্যক্তিগণ।

১৭। (১) পরিষদের একজন সচিব থাকিবেন যিনি রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেরূপ শর্ত ও কড়ারে নিযুক্ত হইবেন।

[৭](২) (ক) পরিষদ এই আইনের উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য যেরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করিবেন, সেরূপ অন্যান্য আধিকারিক বা কর্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

[৮](খ) নিয়োগের পদ্ধতি এবং অন্যান্য আধিকারিক বা কর্মচারিগণের কৃত্যকের শর্ত, মূল বেতন ও ভাতা, কিছু থাকিলে, তৎসমেত রাজ্য সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত প্রনিয়মাবলী দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সেরূপ হইবে।

(৩) সভাপতির সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ও অবেক্ষণ সাপেক্ষে, সচিব হইবেন পরিষদের মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক এবং তিনি পরিষদের যে কোন অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবার ও বক্তব্য রাখিবার অধিকারী হইবেন, কিন্তু ভোটদান করিবার অধিকারী হইবেন না।

## অধ্যায় ৩

## পর্ষদসমূহ

পর্ষদসমূহ।

১৮। (১) পরিষদ নিম্নলিখিত এক বা একাধিক শাখায় [৯] [এক বা একাধিক বিষয়ের জন্য বিদ্যাপর্ষদ] গঠন করিতে পারেন, যথা--

(ক) মানবিক বিদ্যা,

(খ) বিজ্ঞান,

(গ) বাণিজ্য,

(ঘ) কৃষি,

(ঙ) প্রায়োগিক পাঠক্রমসমূহ, এবং

(চ) অন্যান্য পাঠক্রম, বৃত্তিবিষয়ক বা অন্যথা।

(২) ঐরূপ প্রত্যেক বিদ্যাপর্ষদ--

(i) সভাপতি,

(ii) রাজ্য সরকার মনোনীত একজন সদস্য,

(iii) পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচিত একজন সদস্য,

[৭] উপধারা (২) (ক) ১৯৯০-এর ১৯ নং পঃ বঃ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৮] উপধারা (২) (খ) ১৯৯০-এর ১৯ নং পঃ বঃ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৯] বন্ধনীর মধ্যের শব্দগুলি ১৯৭৫-এর ২৮ নং পঃ বঃ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(iv) বিদ্যাপর্ষদ যে শিক্ষাশাখা সম্পর্কে গঠিত হইবে সেই [১০][শিক্ষাশাখায় যেকোন বিষয়ে] শিক্ষণ প্রদান করে এরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মিবর্গ সদস্যগণের মধ্য হইতে পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত দুইজন সদস্য, এবং

(v) বিদ্যাপর্ষদ যে শিক্ষাশাখা সম্পর্কে গঠিত হইবে সেই [১১][শিক্ষাশাখায় যেকোন বিষয়সমূহের] বিশেষজ্ঞগণের মধ্য হইতে সভাপতি দ্বারা মনোনীত অনধিক দুইজন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে।

(৩) প্রত্যেক বিদ্যাপর্ষদের সদস্যের পদের মেয়াদ হইবে দুই বৎসর কিন্তু পরিষদ সময়ে সময়ে ঐ সময়সীমা প্রসারিত করিতে পারেন, তবে এরূপভাবে যে, মোট সময়সীমা তিন বৎসরের অধিক হইবে না।

[১২](৩অ) উপধারা (২)-এর (iv) প্রকরণে যাহা কিছু অন্তর্ভুক্ত আছে তৎসত্ত্বেও তন্মধ্যে উল্লিখিত সদস্যগণ কোন বিদ্যাপর্ষদের প্রথম গঠনের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন এবং ঐরূপে মনোনীত সদস্যগণ উপধারা (৩)-এ বিনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৪) সভাপতি হইবেন প্রত্যেক বিদ্যাপর্ষদের চেয়ারম্যান এবং পরিষদের সচিব হইবেন উহার সচিব।

(৫) প্রত্যেক বিদ্যাপর্ষদ পরিষদের দ্বারা উহার উপর যেরূপ দত্ত হইবে সেরূপ কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবেন।

(৬) চেয়ারম্যান ঐরূপ প্রত্যেক বিদ্যাপর্ষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে, উপস্থিত সদস্যগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে একজনকে সভাপতিত্ব করিবার জন্য নির্বাচিত করিবেন।

(৭) ঐরূপ যেকোন পর্ষদের একজন সদস্য যিনি পরিষদের একজন সদস্য হন তিনি তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যাইবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি পরিষদের আর সদস্য না থাকেন।

## [১৩]অধ্যায় ৪

## কমিটি এবং আঞ্চলিক করণসমূহ

কমিটি।

১৯। পরিষদ নিম্নলিখিত কমিটিসমূহ লইয়া গঠিত হইবে—

(ক) নির্বাহিক কমিটি;

(খ) স্বীকৃতি কমিটি;

(গ) সিলেবাস কমিটি;

(ঘ) পরীক্ষা কমিটি;

(ঙ) বিত্ত কমিটি;

(চ) আপীল কমিটি।

---

[১০]বন্ধনীর মধ্যের শব্দগুলি ১৯৭৫-এর ২৮ নং পঃ বঃ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১১]বন্ধনীর মধ্যের শব্দগুলি ১৯৭৫-এর ২৮ নং পঃ বঃ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১২]১৯৭৫-এর ২৮ নং পঃ বঃ আইন দ্বারা সন্নিবেশিত।

[১৩]২০০৬-এর ১৪ নং পঃ বঃ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

নির্বাহিক কমিটি।

২০। (১) নির্বাহিক কমিটি নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হইবে :—

(ক) সভাপতি;

(খ) পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি, পদাধিকারবলে;

(গ) পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি, পদাধিকারবলে;

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি, পদাধিকারবলে;

(ঙ) বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ, পদাধিকারবলে;

(চ) প্রায়োগিক শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ, পদাধিকারবলে;

(ছ) শিল্প অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ, পদাধিকারবলে;

(জ) কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ, পদাধিকারবলে;

(ঝ) রাজ্য শিক্ষাবিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ, পদাধিকারবলে;

(ঞ) রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত সাতজন ব্যক্তি, যাঁহাদের মধ্যে—

(i) একজন হইবেন শিক্ষায় আগ্রহী মহিলা,

(ii) একজন হইবেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অনুষদের ডীন,

(iii) দুইজন হইবেন কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের প্রধান, যাঁহাদের মধ্যে একজন হইবেন মহিলা;

(iv) একজন হইবেন পশ্চিমবঙ্গের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বদ্ধকৃত কোন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ,

(v) একজন হইবেন ৪ ধারার (ত) প্রকরণে উল্লিখিত কোন সদস্য।

(ট) পরিষদ দ্বারা উনিশ জন ব্যক্তি ৪ ধারার (ঢ) প্রকরণে উল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হইতে প্রনিয়ম দ্বারা ব্যবস্থিত প্রণালীতে নির্বাচিত হইবেন।

(ঠ) ৪ ধারার (যঙ) প্রকরণে উল্লিখিত সদস্যগণ।

(২) সভাপতি হইবেন নির্বাহিক কমিটির চেয়ারম্যান এবং পরিষদের সচিব হইবেন উক্ত কমিটির সচিব।

(৩) রাজ্য সরকারের কোন সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ, এই আইনের বিধানাবলী এবং তদধীনে প্রণীত কোন নিয়ম বা প্রনিয়ম সাপেক্ষে, নির্বাহিক কমিটির—

(ক) উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে পরিষদকে উপদেশ দেওয়া;

(খ) এই আইনের বিধানাবলী অনুসারে পরিষদের দ্বারা নির্ধারিত কর্মপদ্ধতি কার্যে পরিণত করিবার জন্য প্রয়োজন হইতে পারে এরূপ পদক্ষেপ লওয়া;

(গ) সংখ্যা, স্থান এবং বাছাই-এর প্রণালী সম্পর্কে রাজ্য সরকারের কোন নির্দেশের সাপেক্ষে—

(i) কোন প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি দেওয়া বা তাহা অস্বীকার করা, এবং

(ii) স্বীকৃতি কমিটির সুপারিশ বিবেচনা করিবার পর প্রতিষ্ঠানসমূহকে দেওয়া স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা;

(ঘ) (i) দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে একটি প্রতিষ্ঠানে একত্রীকরণ করা,

(ii) একটি প্রতিষ্ঠানকে দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠানে পৃথক করা, এবং

(iii) একটি প্রতিষ্ঠানকে একস্থান হইতে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা;

(ঙ) (i) স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের পরিচালক কমিটির কৃত্য অবেক্ষণ করা,

(ii) স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের পরিচালক কমিটির গঠন অনুমোদন করা বা বন্ধ রাখা,

(iii) স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের পরিচালক কমিটির বিশেষ গঠন অনুমোদন করা,

(iv) কোন পরিচালক কমিটির অধিক্রমণ করা এবং স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য প্রশাসক বা তদর্থক কমিটি নিযুক্ত করা;

(চ) স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি রেজিস্টার রক্ষণ করা;

(ছ) স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা;

(জ) সিলেবাস কমিটির সুপারিশ, যদি কিছু থাকে, তাহা বিবেচনা করিবার পর, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহে ও পরিষদ দ্বারা আনীত পরীক্ষসমূহে অনুসরণীয় সিলেবাস, পাঠক্রম এবং অধ্যয়নীয় পুস্তকের ব্যবস্থা করা;

(ঝ) রাজ্য সরকারের অনুমোদনক্রমে, প্রয়োজন হইলে, পাঠ্যপুস্তক এবং স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যবহারের জন্য অন্যান্য পুস্তকের প্রস্তুতি, প্রকাশন ও বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করা;

(ঞ) স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহে অধ্যয়নের জন্য বা পরিষদ কর্তৃক আনীত পরীক্ষার জন্য অথবা উভয়থার জন্য পুস্তকসমূহ অনুমোদন বা বিহিত করা এবং ঐরূপে অনুমোদিত পুস্তকের সূচী প্রকাশ করা এবং প্রয়োজন হইলে ঐরূপ সূচী হইতে ঐরূপ কোন পুস্তকের নাম অপসারণ করা;

(ট) পরিষদ কর্তৃক আনীত পরীক্ষার জন্য প্রার্থীদের নিজেদের উপস্থাপন করিবার জন্য যে সকল শর্তাবলী পরিপূরণ করিতে হইবে তাহা স্থির করা;

(ঠ) পরীক্ষা কমিটির সুপারিশ বিবেচনা করিবার পর এবং রাজ্য সরকারের অনুমোদনক্রমে পেপার সেটার, মডারেটর, সারণীকর্তা, পরীক্ষক, ইনভিজিলেটর, অবেক্ষক, প্রধান পরীক্ষক, সমন্বয়সাধক এবং পরিষদ দ্বারা আনীত পরীক্ষা সম্পর্কে নিয়োজিত অন্যান্য ব্যক্তিগণকে প্রদেয় পারিশ্রমিকের হার এবং প্রার্থীদের দ্বারা প্রদেয় ঐরূপ পরীক্ষার ফী বিহিত করা;

(ড) (i) পরীক্ষার্থিগণকে পরিষদ দ্বারা আনীত পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার অনুমতি দান;

(ii) যদি উপযুক্ত মনে হয়, তাহা হইলে কারণসমূহ বিবৃত করিয়া ঐরূপ অনুমতির অস্বীকার বা প্রত্যাহার করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

স্বীকৃতি কমিটি।

২০অ। (১) স্বীকৃতি কমিটি নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হইবে:—

(ক) সভাপতি;

(খ) বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ, পদাধিকারবলে;

(গ) মহিলাগণের জন্য উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা উপ অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ, পদাধিকারবলে;

(ঘ) উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা উপ অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ, পদাধিকারবলে;

(ঙ) পরিষদের উপসচিব (বিদ্যাবিষয়ক);

(চ) ৪ ধারায় (ড), (ঢ) ও (ণ) প্রকরণে উল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হইতে প্রনিয়মাবলী দ্বারা ব্যবস্থিত প্রণালীতে নির্বাচিত পাঁচজন সদস্য।

(২) সভাপতি হইবেন স্বীকৃতি কমিটির চেয়ারম্যান এবং পরিষদের সচিব হইবেন উক্ত কমিটির সচিব।

(৩) স্বীকৃতি কমিটির কর্তব্য হইবে প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বীকৃতি সংক্রান্ত সকল বিষয়ে নির্বাহিক কমিটিকে উপদেশ দেওয়া এবং নির্বাহিক কমিটি, স্বীকৃতি কমিটির সুপারিশ ব্যতীত কোন প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদান করিবেন না।

সিলেবাস কমিটি।

২০আ। (১) সিলেবাস কমিটি নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হইবে :—

(ক) সভাপতি;

(খ) পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি, পদাধিকারবলে;

(গ) পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি, পদাধিকারবলে;

(ঘ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডীন, পদাধিকারবলে;

(ঙ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের ডীন, পদাধিকারবলে;

(চ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডীন, পদাধিকারবলে;

(ছ) রাজ্য শিক্ষাবিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ, পদাধিকারবলে;

(জ) বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডীন, পদাধিকারবলে;

(ঝ) কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডীন, পদাধিকারবলে;

(ঞ) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডীন, পদাধিকারবলে;

(ট) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ও সংগীত অনুষদের ডীন, পদাধিকারবলে;

(ঠ) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি অনুষদের ডীন, পদাধিকারবলে;

(ড) পশ্চিমবঙ্গ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, পদাধিকারবলে;

(ঢ) পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, পদাধিকারবলে;

(ণ) জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার সদস্য-সচিব, পদাধিকারবলে;

(ত) ৪ ধারার (ঢ) প্রকরণে উল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হইতে প্রনিয়মাবলী দ্বারা ব্যবস্থিত প্রণালীতে পরিষদ দ্বারা নির্বাচিত ছয়জন ব্যক্তি;

(থ) পরিষদের সদস্য হইতে পারেন বা সদস্য নাও হইতে পারেন এরূপ, বৈজ্ঞানিক বা প্রায়োগিক বা বৃত্তিবিষয়ক শিক্ষায় বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে প্রনিয়মাবলী দ্বারা ব্যবস্থিত প্রণালীতে পরিষদ দ্বারা নির্বাচিত তিনজন ব্যক্তি;

(দ) পরিষদের উপসচিব (বিদ্যাবিষয়ক)।

(২) সভাপতি হইবেন সিলেবাস কমিটির চেয়ারম্যান এবং পরিষদের সচিব হইবেন উক্ত কমিটির সচিব।

(৩) সিলেবাস কমিটির কর্তব্য হইবে নির্বাহিক কমিটিকে —

(ক) স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহে ও পরিষদ দ্বারা আনীত পরীক্ষাসমূহে অনুসরণীয় সিলেবাস ও পাঠক্রম এবং অধ্যয়নীয় পুস্তক সম্পর্কিত বিষয়ে;

(খ) নির্বাহিক কমিটি দ্বারা উহাকে যেরূপ প্রেষিত হইবে, সেরূপ সিলেবাস, পাঠক্রম অথবা অধ্যয়নীয় পুস্তক সংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশ করা;

(৪) সিলেবাস কমিটি (৩) উপধারায় উল্লিখিত যেকোন বিষয়ে উহাকে উপদেশ দেওয়ার জন্য, যেরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করিবেন সেরূপ উপ-কমিটি বা উপ-কমিটিসমূহ নিযুক্ত করিতে পারেন, এবং তাহার জন্য ঐরূপ উপ-কমিটির কোন সদস্যের উক্ত সিলেবাস কমিটির সদস্য বা নির্বাহিক কমিটির সদস্য হইবার প্রয়োজন হইবে না।

পরীক্ষা কমিটি।

২০ই। (১) পরীক্ষা কমিটি নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হইবে :-

(ক) সভাপতি;

(খ) বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ, পদাধিকারবলে;

(গ) রাজ্য শিক্ষাবিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ, পদাধিকারবলে;

(ঘ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা উপ নিয়ন্ত্রক, পদাধিকারবলে;

(ঙ) পরিষদের উপসচিব (পরীক্ষা);

(চ) ৪ ধারার (ড), (ঢ) এবং (ণ) প্রকরণে উল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হইতে, প্রনিয়মাবলী দ্বারা ব্যবস্থিত প্রণালীতে পরিষদ দ্বারা নির্বাচিত পাঁচজন ব্যক্তি।

(২) সভাপতি হইবেন পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান এবং পরিষদের সচিব হইবেন উক্ত কমিটির সচিব।

(৩) পরীক্ষা কমিটির কর্তব্য হইবে —

(ক) ঐরূপ পরীক্ষাসমূহের কেন্দ্র স্থিরকরণ সমেত পরিষদ দ্বারা আনীত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করিবার বন্দোবস্ত করা;

(খ) ঐরূপ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা;

(গ) ঐরূপ পরীক্ষার পেপার সেটার, মডারেটর, সারণীকর্তা, পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক, সমন্বয়সাধক, অভিরক্ষক, পরিষদের মনোনীতক, ইনভিজিলেটর, অবেক্ষক, এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করা;

(ঘ) পেপার সেটার, মডারেটর, সারণীকর্তা, পরীক্ষক, ইনভিজিলেটর, অবেক্ষক এবং ঐরূপ পরীক্ষা সম্পর্কে অন্যান্য ব্যক্তিগণকে প্রদেয় পারিশ্রমিকের হার সম্বন্ধে নির্বাহিক কমিটিকে উপদেশ দেওয়া;

(ঙ) পরীক্ষাসমূহের জন্য প্রার্থীদের দ্বারা প্রদেয় ফী সম্বন্ধে নির্বাহিক কমিটিকে উপদেশ দেওয়া;

(চ) ঐরূপ পরীক্ষা সম্পর্কিত অন্য বিষয় যাহা পরিষদ দ্বারা উপদেশ দানের জন্য উহার নিকট প্রেষিত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে পরিষদকে উপদেশ দেওয়া।

(৪) পরীক্ষা কমিটি (৩) উপধারায় উল্লিখিত কোন বিষয়ে উহাকে উপদেশ দানের জন্য যেরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করিবেন সেরূপ উপ-কমিটি বা উপ-কমিটিসমূহ নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ঐরূপ উপ-কমিটির সদস্য হইবার জন্য পরীক্ষা কমিটি অথবা নির্বাহিক কমিটির সদস্য হইবার প্রয়োজন হইবে না।

আপীল কমিটি।

২০ঈ। (১) আপীল কমিটি নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হইবে :-

(ক) রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন ব্যক্তি যিনি কোন জেলা জজের পদমর্যাদার নিম্নে নহে এরূপ কোন জজের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন বা অধিষ্ঠিত থাকিয়াছেন;

(খ) বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ, পদাধিকারবলে;

(গ) ৪ ধারার (ঢ) প্রকরণে উল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হইতে প্রনিয়মাবলী দ্বারা ব্যবস্থিত প্রণালীতে পরিষদ দ্বারা নির্বাচিত চারজন ব্যক্তি;

(ঘ) সভাপতি দ্বারা মনোনীত কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের পরিচালক কমিটির একজন সচিব।

(২) উপধারা (১)-এর (ক) প্রকরণে উল্লিখিত ব্যক্তি হইবেন আপীল কমিটির চেয়ারম্যান এবং পরিষদের সচিব হইবেন উক্ত কমিটির সচিব।

(৩) আপীল কমিটির কর্তব্য হইবে এতৎপক্ষে প্রণীত প্রনিয়মাবলীর বিধান অনুসারে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারিগণকে বিরুদ্ধভাবে প্রভাবিতকারী স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালক কমিটির সিদ্ধান্তসমূহের বিরুদ্ধে তাঁহাদের আপীলসমূহের শুনানি করা এবং মীমাংসা করা;

(৪) উপধারা (৩) অনুযায়ী আপীল কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে এবং আপীল কমিটিতে প্রেষিত হইয়াছে অথবা প্রেষিত হইতে পারে অথবা আপীল কমিটির দ্বারা মীমাংসা করা হইয়াছে এরূপ কোন বিষয় সম্পর্কে কোন মোকদ্দমা বা কার্যবাহ কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতে চলিবে না।

(৫) (১) উপধারায় প্রকরণ (ক) অনুযায়ী মনোনীত সদস্যের ক্ষেত্রানুযায়ী পারিশ্রমিক বা সম্মানী রাজ্য সরকার কর্তৃক তাঁহার পক্ষে প্রণীত কোন আদেশ দ্বারা স্থির করা যাইবে।

বিত্ত কমিটি।

২০উ। (১) বিত্ত কমিটি নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হইবেঃ—

(ক) সভাপতি;

(খ) পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, উচ্চমাধ্যমিক শাখার উপসচিব; পদাধিকারবলে;

(গ) প্রনিয়মাবলী দ্বারা ব্যবস্থিত প্রণালীতে পরিষদের তিনজন সদস্য;

(ঘ) রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন ব্যক্তি যাঁহার বিত্তীয় বিষয়ে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা আছে;

(ঙ) পরিষদের বিত্ত আধিকারিক।

(২) সভাপতি হইবেন বিত্ত কমিটির চেয়ারম্যান এবং পরিষদের সচিব হইবেন উক্ত কমিটির সচিব।

(৩) বিত্ত কমিটির কর্তব্য হইবে পরিষদের বাজেট প্রস্তুত করা এবং পরিষদ দ্বারা উহার নিকট যেরূপ প্রেষিত হইবে বিত্ত সংক্রান্ত সেরূপ বিষয়ে পরিষদকে পরামর্শ দেওয়া।

অন্যান্য কমিটি।

২০ঊ। (১) পরিষদ, রাজ্য সরকারের অনুমোদনক্রমে, যেরূপ মনে করেন সেরূপ অন্য কমিটি বা কমিটিসমূহ গঠন করিতে পারেন এবং ঐরূপ কমিটি পরিষদের সকল সদস্য বা সদস্যগণের একটি অংশ লইয়া রচনা করিতে পারেন।

(২) পরিষদ, রাজ্য সরকারের অনুমোদনক্রমে, ঐরূপ কমিটিকে উহার যেকোন ক্ষমতা বা কৃত্য প্রত্যভিযোজন করিতে পারেন এবং ঐরূপ যেকোন ক্ষমতা বা কৃত্য অনুরূপ প্রণালীতে প্রত্যাহার করিতে পারেন।

আঞ্চলিক করণ।

২০ঋ। (১) পরিষদ, রাজ্য সরকারের অনুমোদনক্রমে, যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া গণ্য করিবেন সেরূপ আঞ্চলিক করণ বা করণসমূহ গঠন করিতে পারেন।

(২) পরিষদ দ্বারা, রাজ্য সরকারের অনুমোদনক্রমে, আঞ্চলিক করণের সংখ্যা, রচনা এবং স্থানিক ক্ষেত্রাধিকার নির্ধারিত হইবে।

(৩) পরিষদ, রাজ্য সরকারের অনুমোদনক্রমে, যেরূপ উপযুক্ত গণ্য করেন, পরিষদ, নির্বাহিক কমিটি এবং পরীক্ষা কমিটির সেরূপ ক্ষমতা ও কর্তব্য আঞ্চলিক করণকে প্রত্যভিযোজন করিতে পারেন এবং ঐরূপে প্রত্যভিযোজিত ক্ষমতা বা কর্তব্য আঞ্চলিক করণ হইতে যেকোন সময়ে প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারেন এবং আঞ্চলিক করণ ভাঙিয়া দিতে পারেন।

## অধ্যায় ৫

## পরিষদ এবং সভাপতির ক্ষমতা ও কৃত্য

পরিষদের কৃত্যসমূহ।

২১। (১) পরিষদের কর্তব্য হইবে রাজ্য সরকার কর্তৃক উহার নিকট প্রেষিত উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সকল বিষয়ে রাজ্য সরকারকে উপদেশ দেওয়া।

[১৪](২) রাজ্য সরকারের কোন সাধারণ বা বিশেষ আদেশ, এই আইনের বিধানাবলী এবং তদধীনে প্রণীত কোন নিয়মাবলী সাপেক্ষে, পরিষদের সাধারণতঃ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়ে নির্দেশ দান, অবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং বিশেষতঃ—

(ক) পশ্চিমবঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সাধারণ নীতি নিবদ্ধ করা;

(খ) পশ্চিমবঙ্গে বিশেষতঃ তফসিলী জাতি, তফসিলী আদিবাসী এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী এবং পার্বত্য এলাকার জনগণের মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ নির্ধারণ করিবার জন্য পর্যাবৃত্ত সমীক্ষণ করা;

(গ) এই আইনের উদ্দেশ্যে উচ্চমাধ্যমিক এবং যেরূপ উহা উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ অন্যান্য পরীক্ষাসমূহের প্রবর্তন করা এবং এতৎপক্ষে প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করা;

(ঘ) পরিষদ দ্বারা আনীত পরীক্ষাসমূহের ফলাফল অনুমোদন এবং প্রকাশ করা এবং তৎসংক্রান্ত ডিপ্লোমা, শংসাপত্র, পুরস্কার এবং অধ্যয়ন-বৃত্তি প্রদান করা;

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের তহবিল পরিচালনা করা;

(চ) যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ভবিষ্যনিধিসমূহের প্রবর্তন এবং পরিচালনা করা;

(ছ) স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের পরিচালক কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মিবর্গের সদস্যগণ দ্বারা আপীলকরণ এবং উহা নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া প্রনিয়মাবলী দ্বারা ব্যবস্থা করা;

(জ) পরিষদের আধিকারিক ও কর্মচারিগণের আচরণ, শৃঙ্খলা এবং আপীল সম্বন্ধী প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করা;

(ঝ) নির্বাহিক কমিটি বা এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, এই আইন অনুযায়ী গঠিত অন্য যেকোন কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আনীত কোন আপীলের মীমাংসা করা;

(৩) উপধারা (২)-এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, পরিষদের এই আইন অনুযায়ী উহার ক্ষমতার সঠিক প্রয়োগের জন্য যেকোন বিষয় সম্পর্কে প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা থাকিবেঃ

[১৫]তবে, এই আইন অনুযায়ী পরিষদের ক্ষমতার প্রয়োগ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত বা ব্যবস্থা অথবা তৎকর্তৃক প্রণীত কোন আদেশ, এই উপধারা অনুযায়ী কোন প্রনিয়ম প্রণীত হয় নাই কেবল এই হেতুতে অসিদ্ধ হইয়া যাইবে না।

---

[১৪]২০০৬-এর ১৪নং পঃ বঃ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১৫]২০০৬-এর ১৪নং পঃ বঃ আইন দ্বারা সংযোজিত।

(৪) কোন প্রনিয়ম সিদ্ধ হইবে না যদিনা উহা রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং রাজ্য সরকার ঐরূপ অনুমোদন প্রদানক্রমে, যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন তন্মধ্যে সেরূপ সংযোজন, পরিবর্তন বা সংপরিবর্তন করিতে পারিবেন ঃ

তবে, ঐরূপ সংযোজন, পরিবর্তন বা সংপরিবর্তন করিবার পূর্বে, রাজ্য সরকার পরিষদকে তৎকর্তৃক যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ অনধিক এক মাস সময়সীমার মধ্যে ঐ বিষয়ে তাঁহার মত অভিব্যক্ত করিবার সুযোগ দিবেন।

(৫) রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সকল প্রনিয়মাবলী সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

সভাপতির ক্ষমতা ও কর্তব্য।

২২। (১) সভাপতি পরিষদের এই আইন অনুযায়ী গঠিত কোন বিদ্যাপর্ষদ বা কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য দায়ী হইবেন।

(২) সভাপতি, জরুরী অবস্থায়, পরিষদের যেকোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন, তবে এমনভাবে যে, তিনি পরিষদের কোন সিদ্ধান্তের বিপরীত কার্য করিবেন না এবং তিনি তৎপরে যথাসম্ভব শীঘ্র তদ্দ্বারা গৃহীত ব্যবস্থা ও তাহার কারণসমূহ একত্রে পরিষদের নিকট রিপোর্ট করিবেন।

(৩) সভাপতি—

(ক) পরিষদ দ্বারা নিযুক্ত সচিব এবং অন্যান্য আধিকারিক এবং কর্মচারিগণের উপর সাধারণ অবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবেন;

(খ) তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন পরিষদের প্রত্যেক সদস্য, বিদ্যাপর্ষদ এবং কমিটির উপর সেরূপ কর্তব্য নির্দিষ্ট করিবেন;

(গ) রাজ্য সরকার যেরূপ নির্ধারণ করিবেন সেরূপ ভ্রমণভাতার দাবিসমূহ ও সেরূপ হারসমূহের মঞ্জুর করিবেন;

(ঘ) পরিষদের সঠিক কৃত্যকরণের জন্য তিনি যেরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করিবেন, পরিষদের কোন সিদ্ধান্তের সহিত অসমঞ্জস নহে সেরূপ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

## অধ্যায় ৬

## অধিবেশনসমূহ

পরিষদের অধিবেশন।

২৩। (১) পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন প্রত্যেক বৎসর জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) পরিষদ, সভাপতি দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট হইবে সেরূপ অন্যান্য সময়ে মিলিত হইবে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তাহা এক বৎসরে চার বারের কম হইবে না।

(৩) পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য লইয়া পরিষদের কোন অধিবেশনের কোরাম গঠিত হইবে।

[১৬](৪) সভাপতি, উপধারা (৫)-এ উল্লিখিত জরুরী অধিবেশনের ক্ষেত্রে ব্যতীত, বার্ষিক অথবা বিশেষ অধিবেশন সমেত প্রত্যেক অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যকে অন্যূন সাত দিনের নোটিশ দিবেন।

(৫) জরুরী অধিবেশনের ক্ষেত্রে, সভাপতি, অন্যূন পরিষ্কার দুই দিনের নোটিশ দিবার পর অধিবেশন ডাকিতে পারেন।

(৬) কোন বিষয় যাহা পরিষদ দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহা ঐরূপ সিদ্ধান্তের তারিখ হইতে ছয় মাস সময়সীমার মধ্যে, পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের অধিযাচনের পর উহা পুনর্বিবেচনার উদ্দেশ্যে আহুত পরিষদের কোন বিশেষ অধিবেশন ব্যতীত এবং উক্ত অধিবেশনে উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য ঐরূপ পুনর্বিবেচনার অনুকূলে ভোটদান না করিলে, পুনর্বিবেচিত হইবে না।

নির্বাহিক কমিটির অধিবেশনসমূহ।

[১৭]২৩অ। (১) নির্বাহিক কমিটি প্রতি দুই মাসে অন্ততঃ একবার এবং এক বৎসরে অন্ততঃ ছয়বার মিলিত হইবে।

(২) সভাপতি প্রত্যেক সদস্যকে নির্বাহিক কমিটির প্রত্যেক অধিবেশনের জন্য অন্যূন সাতদিনের নোটিশ দিবেন ঃ

তবে, সভাপতি প্রত্যেক সদস্যকে অন্যূন দুইদিনের নোটিশ দিবার পর নির্বাহিক কমিটির জরুরী অধিবেশন ডাকিতে পারেন।

(৩) নির্বাহিক কমিটির কোন অধিবেশনে কোন কার্য পরিচালনা করা যাইবে না যদিনা নির্বাহিক কমিটির পঞ্চাশ শতাংশ বিদ্যমান সদস্যের কোরাম হয়, ভগ্নাংশ যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে তাহা ‘এক’ হিসাবে সংগণিত হইবে।

(৪) কোন স্থগিত অধিবেশনের জন্য কোন কোরাম প্রয়োজন হইবে না।

অধিবেশন সম্পর্কিত প্রনিয়মাবলী।

২৪। পরিষদ পরিষদের এবং তদ্দ্বারা গঠিত বিদ্যাপর্ষদের বা কোন কমিটির অধিবেশনসমূহে অনুসরণীয় প্রক্রিয়া সম্পর্কিত প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করিবেন।

## অধ্যায় ৭

## বিত্ত এবং নিরীক্ষা

বার্ষিক প্রতিবেদন।

২৫। (১) সভাপতি, যে বৎসর পরিষদ গঠিত হয় তাহার পরবর্তী বৎসরে অনুষ্ঠিত বার্ষিক অধিবেশনের সমক্ষে এবং তৎপরে প্রতি বার্ষিক অধিবেশনের সমক্ষে পূর্ববর্তী সর্বশেষ বিত্ত-বৎসরকালে পরিষদের কার্য সম্বন্ধে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপিত করিবেন।

[১৬]উপধারা (৪), (৫) এবং (৬), ২০০৬-এর ১৪ নং পঃ বঃ আইন দ্বারা সন্নিবেশিত।

[১৭]ধারাটি ২০০৬-এর ১৪ নং পঃ বঃ আইন দ্বারা সন্নিবেশিত।

(২) প্রতিবেদনটি পরিষদ যেরূপ তদুপরি মন্তব্য করিবার উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ মন্তব্যসহ একত্রে রাজ্য সরকারের নিকট পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে উক্ত প্রতিবেদন দাখিলের এক মাসের মধ্যে প্রেরণ করিতে হইবে।

বাজেট। ২৬। [১৮](১) পরিষদ প্রতি বিত্ত-বৎসরের ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত করিবেন এবং পরবর্তী বিত্ত-বৎসরের জন্য পরিষদের পূর্বানুমিত আয় এবং ব্যয়, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে দর্শাইয়া উহার বাজেট প্রাক্‌কলন উক্ত অধিবেশনের সমক্ষে উপস্থিত করিবেন।

(২) যথা-পূর্বোক্ত বাজেট প্রাক্‌কলন পরিষদ দ্বারা সমর্থিত হইবার পর যে বিত্ত-বৎসরে (১) উপধারায় উল্লিখিত বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, সেই বৎসরের ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩)(ক) রাজ্য সরকার বাজেট প্রাক্‌কলন প্রাপ্তির [১৯](দুই মাসের মধ্যে) হয় তাহার অনুমোদন প্রদান করিবেন অথবা যেরূপ প্রয়োজন বলিয়া গণ্য হইবে সেরূপ মন্তব্য এবং প্রস্তাব সহ তাহা পরিষদের নিকট প্রত্যর্পণ করিবেন, যদি রাজ্য সরকারের অভিমতে ঐরূপ প্রাক্‌কলন —

(i) নির্ধারণযোগ্য তথ্যের সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গতভাবে শুদ্ধ না হয় অথবা উহার অন্ত-উদ্বর্তে ঘাটতি দেখায়;

(ii) পরিষদের উহার আয় হইতে নির্বাহ করিবার জন্য সমর্থ হইবার সম্ভাবনা নাই এরূপ ভবিষ্যত বিত্তীয় দায়িতাসমূহে পরিষদের উপর আরোপ করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এরূপ নূতন দফার আবর্তক ব্যয়কে অন্তর্ভুক্ত করে; এবং

(iii) এই আইনের বিধানাবলী অনুসারে নহে এরূপ ব্যয়ের বিধানসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে।

(খ) যদি বাজেট প্রাক্‌কলন উপধারা (ক) অনুযায়ী প্রত্যর্পিত হয়, তাহা হইলে পরিষদ রাজ্য সরকারের দ্বারা কৃত মন্তব্য এবং প্রস্তাব বিবেচনা করিবেন এবং যদি উপযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে উক্ত প্রাক্‌কলন পুনরীক্ষণ করিতে পারেন। পরিষদ তাহার পর ঐরূপে যথা-পুনরীক্ষিত বাজেট প্রাক্‌কলন রাজ্য সরকারের নিকট উপস্থাপন করিবেন অথবা পরিষদ যদি ঐ প্রাক্‌কলন পুনরীক্ষণ করিবার জন্য উপযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে উহা প্রাপ্তির একমাসের মধ্যে রাজ্য সরকারের দ্বারা কৃত মন্তব্য এবং প্রস্তাবের জবাবসহ মূল বাজেট প্রাকক্‌লন রাজ্য সরকারের নিকট উপস্থাপন করিবেন।

(গ) যদি রাজ্য সরকার পরিষদ দ্বারা যথা-পুনরীক্ষিত বাজেট প্রাক্‌কলন অনুমোদন না করেন অথবা যদি পুনরীক্ষণ ব্যতীত বাজেট প্রাক্‌কলন প্রত্যর্পণ করা হয়, তাহা হইলে রাজ্য সরকার —

[১৮]১৯৮৭-এর ১৩ নং পঃ বঃ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১৯]বন্ধনীর মধ্যেকার শব্দগুলি ১৯৮৭-এর ১৩ নং পঃ বঃ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(i) উহার অভিমতে নির্ধারণযোগ্য তথ্যের সম্পর্কে প্রাক্কলন যুক্তিসঙ্গতভাবে শুদ্ধ করিবার অথবা আয় ও ব্যয়ের সমতা রক্ষার জন্য যেরূপ প্রয়োজন হইবে সেরূপ সংপরিবর্তন;

(ii) কোন আবর্তক প্রকৃতির নূতন ব্যয় সম্পর্কিত কোন বিধানে সংযোজন, পরিবর্তন বা সংপরিবর্তন;

(iii) উহার অভিমতে এই আইনের বিধানাবলী অনুসারে ব্যয় নহে এরূপ ব্যয়ের জন্য কোন বিধানে কোন পরিবর্তন অথবা সংপরিবর্তন করিয়া বাজেট প্রাক্কলন সংশোধন করিতে পারেন; এবং ঐরূপে যথা-সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন পরিষদের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং ঐরূপে প্রত্যর্পিত বাজেট প্রাক্কলন পরিষদের প্রাসঙ্গিক বৎসরের বাজেট প্রাক্কলন হইবে।

[২৩](৪) এই ধারার পূর্বগামী বিধানাবলীতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, ১৯৮৭-৮৮ বিত্ত বৎসরের জন্য পরিষদের বাজেট প্রাক্কলন রাজ্য সরকারের নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে এবং উক্ত বাজেট প্রাক্কলনের অনুমোদন বা অন্যথা পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ বলবৎ হইবার অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকা এই আইনের বিধানাবলী অনুসারে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হইবে।

রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুদান।

২৭। রাজ্য সরকার, বাজেট প্রাক্কলন, পরিষদের হিসাবপত্র এবং উহা যেরূপ তলব করিবেন সেরূপ প্রতিবেদন বিবেচনা করিবার পর, উহা যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ বার্ষিক বা পর্যাবৃত্ত অনুদান প্রদান করিতে পারেন;

তবে, পরিষদ স্থাপনের পর এবং প্রথম বাজেট প্রাক্কলন রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরণ করিবার পূর্বে, রাজ্য সরকার, পরিষদ হইতে তলব করা প্রতিবেদন বিবেচনা করিবার পর, যেরূপ প্রয়োজন বিবেচিত হইবে সেরূপ প্রারম্ভিক অনুদান প্রদান করিতে পারেন।

পরিষদের তহবিল।

২৮। (১) পরিষদের একটি তহবিল থাকিবে যাহা পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ তহবিল নামে অভিহিত হইবে, যাহাতে —

(ক) ২৭ ধারা অনুযায়ী রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হইতে পারে এরূপ সকল অর্থাঙ্ক;

(খ) এই আইনের কোনও বিধানাবলী অনুযায়ী আদায়কৃত সকল ফী;

(গ) উৎসর্জন হইতে অথবা পরিষদের মালিকানাধীন বা পরিচালনাধীন সম্পত্তি হইতে আয় প্রতিরূপণকারী সকল অর্থাঙ্ক; এবং

(ঘ) অন্যান্য যেকোন উৎস হইতে পরিষদ দ্বারা বা পরিষদের পক্ষে প্রাপ্ত অন্যান্য সকল অর্থাঙ্ক আকলিত হইবে।

---

[২৩]১৯৮৭-এর ১৩ নং পঃ বঃ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(২) এই তহবিল পরিষদের উপরে ন্যস্ত হইবে এবং উহার নিয়ন্ত্রণে থাকিবে এবং এই আইনের উদ্দেশ্যে উহার দ্বারা ন্যাস হিসাবে রক্ষিত থাকিবে।

(৩) তহবিলের জমা খাতে প্রদেয় সকল অর্থ তৎক্ষণাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া বা স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার মাধ্যমে তহবিল খাতে প্রদান করিতে হইবে এবং ঐ তহবিল হইতে যে সকল চেক প্রাপ্ত হইবে তাহা সভাপতি দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে অথবা তিনি এতৎপক্ষে লিখিতভাবে যে ব্যক্তিকে প্রাধিকৃত করিবেন সেরূপ অন্য ব্যক্তি দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে।

তহবিলের প্রয়োগ।

২৯। এই আইনের উদ্দেশ্য ব্যতীত, এই আইন অনুযায়ী যথা-অনুমোদিত বাজেট ব্যবস্থিত না হইলে অথবা বিহিত প্রণালীতে পুনঃউপযোজন দ্বারা নির্বাহ করিতে না পারা গেলে, ঐরূপ তহবিল হইতে ঐরূপ কোন ব্যয় নির্বাহিত হইবে না।

হিসাবপত্র।

৩০। পরিষদ বিহিত প্রণালীতে সকল প্রাপ্তি এবং ব্যয়ের হিসাব রাখিবেন।

নিরীক্ষা।

৩১। (১) পরিষদের হিসাবপত্র প্রতি বৎসর রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন নিরীক্ষক বা নিরীক্ষকগণ দ্বারা যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে পরীক্ষিত ও নিরীক্ষিত হইবে।

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী পরীক্ষা ও নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে ঐ উপধারা অনুযায়ী নিযুক্ত একজন নিরীক্ষক —

(ক) নিরীক্ষা সঠিকভাবে চালনার জন্য প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করেন এরূপ, পরিষদের বা উহার সম্পত্তি সংক্রান্ত যেকোন লেখ্য তাঁহার সমক্ষে উপস্থাপনের জন্য লিখিত অনুজ্ঞা করিতে পারেন;

(খ) ঐরূপ কোন লেখ্যের জন্য দায়বদ্ধ যেকোন ব্যক্তি অথবা যাঁহার হেফাজতে বা নিয়ন্ত্রণে ঐরূপ কোন লেখ্য রহিয়াছে তৎসম্পর্কিত যেকোন প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য সেই ব্যক্তিকে তাঁহার সমক্ষে সশরীরে উপস্থিত হইবার জন্য লিখিত অনুজ্ঞা করিতে পারেন; এবং

(গ) তাঁহার সমক্ষে ঐরূপে উপস্থিত হওয়া কোন ব্যক্তিকে ঐ লেখ্য সম্বন্ধে লিখিত বিবৃতি উপস্থাপন করিবার জন্য অনুজ্ঞা দিতে পারেন।

(৩) পরিষদ এবং উহার প্রত্যেক সদস্য এবং সচিব এবং পরিষদের কৃত্যকে কর্মিবর্গের দায়িত্ব হইবে পরিষদের হিসাব পরীক্ষা ও নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষককে সমস্ত রকম সুবিধা করিয়া দেওয়া এবং উপধারা (২) অনুযায়ী এবং এতৎপক্ষে প্রণীত কোন নিয়মের আবশ্যকতা সম্পর্কে নিরীক্ষক দ্বারা কৃত যেকোন অধিযাচন পালন করা।

(৪) কোন ব্যক্তি যিনি উপধারা (২) অনুযায়ী কৃত কোন অধিযাচন এবং এতৎপক্ষে প্রণীত কোন নিয়মের আবশ্যকতা পালন করিবার ক্ষেত্রে অবহেলা বা অস্বীকার করেন, তিনি, দোষসিদ্ধির পর, জরিমানায় দণ্ডনীয় হইবেন যাহা একশত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে।

(৫) রাজ্য সরকারের পূর্বমঞ্জুরি ব্যতীত উপধারা (৪) অনুযায়ী দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সম্পর্কে কোন অভিযোগ করা যাইবে না।

(৬) কোন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ব্যতীত অন্য কোনও ম্যাজিস্ট্রেট উপধারা (৪) অনুযায়ী দণ্ডনীয় কোন অপরাধের বিচার করিবেন না।

নিরীক্ষা প্রতিবেদন।

৩২। (১) নিরীক্ষা সমাপনের পর চৌদ্দ দিনের বেশী সময় অতিক্রান্ত না করিয়া নিরীক্ষক নিরীক্ষিত হিসাবসমূহের একটি প্রতিবেদন রাজ্য সরকারের নিকট উপস্থাপন করিবেন এবং পরিষদ তাঁহার পর্যবেক্ষণসহ ঐ প্রতিবেদনের প্রতিলিপি একত্রে রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) রাজ্য সরকার নিরীক্ষা প্রতিবেদন সম্পর্কে যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন, তাহার উপর সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

## অধ্যায় ৮

## অনুপূরক বিধানাবলী

ভাতা পরিশোধ।

৩৩। ধারা ৫-এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, পরিষদের সদস্যগণ, [২১][বিদ্যাপর্ষদ এবং কমিটিসমূহের] সদস্যগণ অধিবেশনসমূহে উপস্থিত থাকিবার জন্য বা অন্য উদ্দেশ্যে, রাজ্য সরকার যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেরূপ ভাতা গ্রহণ করিবেন।

পরিষদ তথ্য সরবরাহ করিবেন।

৩৪। পরিষদ, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রতিবেদন, রিটার্ন এবং বিবৃতি রাজ্য সরকারকে সরবরাহ করিবেন এবং রাজ্য সরকার যেরূপ অনুজ্ঞা করিবেন, পরিষদ সম্পর্কিত যেকোন বিষয়ে সেরূপ অধিকতর তথ্য সরবরাহ করিবেন।

কার্যবাহ নিলম্বিত করিবার জন্য রাজ্য সরকারের ক্ষমতা।

৩৫। রাজ্য সরকার কারণসমূহ বিবৃত করিয়া লিখিত আদেশ দ্বারা এই আইন অনুযায়ী গঠিত পরিষদের বা বিদ্যাপর্ষদের বা কমিটির কোন সংকল্প বা আদেশের নিষ্পাদন নিলম্বিত করিতে পারেন এবং এই আইন অনুযায়ী কোন কার্য করিবার অভিপ্রায় বা কোন কার্য যাহা করিতে অভিপ্রেত হইয়াছে তাহা প্রতিষেধ করিতে পারেন যদি রাজ্য সরকারের এরূপ অভিমত হয় যে, ঐরূপ সংকল্প, আদেশ বা কার্য এই আইন দ্বারা বা অনুযায়ী পরিষদ বা বিদ্যাপর্ষদ বা কোন কমিটিকে অর্পিত ক্ষমতার অধিক হয়।

কতিপয় ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

৩৬। পরিষদের অথবা এই আইন অনুযায়ী গঠিত প্রত্যেক পর্ষদ বা কমিটির সদস্যগণ, পরিষদের কৃত্যকে ব্যক্তিগণ এবং পরিষদের হিসাব নিরীক্ষার জন্য এই আইন অনুযায়ী নিযুক্ত ব্যক্তি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ২১ ধারার অর্থের মধ্যে সরকারী কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন। ১৮৬০-এর ৪৫।

শাস্তি হইতে অব্যাহতি।

৩৭। এই আইন অনুযায়ী সরল বিশ্বাসে কৃত বা করিবার জন্য অভিপ্রেত কোন কিছুর জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা, অভিযুক্তি বা অন্য বৈধিক কার্যবাহ চলিবে না।

[২১]১৯৭৫-এর ২৮ নং পঃ বঃ আইন দ্বারা সন্নিবেশিত।

ব্যাবৃত্তি।

৩৮। এই আইন অনুযায়ী গৃহীত কোন কার্য বা কার্যবাহ কেবল—

(ক) পরিষদে অথবা এই আইন অনুযায়ী গঠিত কোন পর্ষদ বা কমিটিতে কোন শূন্যতার বিদ্যমানতার কারণে বা উহাদের গঠনে কোন ত্রুটি,

(খ) পরিষদে কোন সদস্যের কোন বিষয়ের ভোটদানে ১৫ ধারার বিধানাবলীর উল্লঙ্ঘন, অথবা

(গ) মামলার গুণাগুণকে প্রভাবিত করে না এরূপ কোন ত্রুটি বা অনিয়মিততার হেতুতে অসিদ্ধ হইবে না।

অস্থায়ী বিধানাবলী।

৩৯। (১) সভাপতি এই আইনের উদ্দেশ্যে প্রথম প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করিবেন।

(২) প্রথম প্রনিয়মাবলী এক বৎসর সময়সীমা অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রনিয়মাবলী এই আইনের বিধানাবলী অনুযায়ী পরিষদ দ্বারা প্রণীত হয়, এতদুভয়ের মধ্যে যাহা পূবর্তর হইবে সেই সময় পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা।

৪০। (১) রাজ্য সরকার, পূর্ব প্রকাশনের পর, এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য, নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐরূপ নিয়মাবলী নিম্নলিখিত সকল বা যেকোন বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে পারে, যথা :—

(ক) পরিষদ দ্বারা সম্পত্তি অর্জন, দখল এবং নিষ্পত্তি এবং ঐরূপ অর্জন, দখল এবং নিষ্পত্তির শর্তসমূহ এবং পরিষদ দ্বারা ৩ ধারার (২) উপধারায় উল্লিখিত কোন কৃত্যের সম্পাদন;

(খ) ৪ ধারার (১) উপধারার (জ) প্রকরণ হইতে [২২](ড) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট পরিষদের সদস্য নির্বাচনের প্রণালী;

(গ) পরিষদ দ্বারা যেরূপ প্রবর্তিত ও পরিচালিত হইবে ধারা ২১-এর (২) উপধারার (ঢ) প্রকরণে উল্লিখিত সেরূপ ভবিষ্যনিধিসমূহ;

(ঘ) স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালক কমিটির রচনা, ক্ষমতা, কৃত্য, অনুমোদন এবং দমন;

(ঙ) ২৬ ধারার (১) উপধারায় যথা-উল্লিখিত ফরম যাহাতে পরিষদের বাজেট প্রাকক্লন প্রস্তুত করা হইবে;

(চ) ২৬ ধারার (২) উপধারায় যথা-উল্লিখিত যে সময়ের মধ্যে বাজেট প্রাকক্লন রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে;

(ছ) যে প্রণালীতে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ তহবিলে, এবং উহা হইতে, সকল পরিশোধ কৃত হইবে;

[২২] ১৯৯০-এর ১৯ নং পঃ বঃ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(জ) ২৯ ধারা অনুযায়ী পুনঃ-উপযোজনের প্রণালী;

(ঝ) ৩০ ধারা অনুযায়ী যে প্রণালীতে ও ফরমে প্রাপ্তি এবং ব্যয়ের হিসাব রক্ষিত হইবে;

(ঞ) ৩১ ধারা অনুযায়ী যে প্রণালীতে পরিষদের হিসাব ও নিরীক্ষা করিতে হইবে;

(ট) ৩৪ ধারা অনুযায়ী পরিষদ দ্বারা সরবরাহ হইবে এরূপ প্রতিবেদন, রিটার্ন ও বিবৃতি এবং ঐরূপ প্রতিবেদন, রিটার্ন এবং বিবৃতির ফরমসমূহ;

(ঠ) প্রনিয়মাবলী দ্বারা বিহিত বা ব্যবস্থিত বা কৃত হইবার জন্য অনুজ্ঞাত অন্যান্য যেকোন বিষয়।

পরিষদ রাজ্য সরকারের নির্দেশ দ্বারা পথনির্দেশিত হইবেন।

৪১। পরিষদ, এই আইন অনুযায়ী উহার ক্ষমতা প্রয়োগকালে এবং কর্তব্য সম্পাদনকালে, রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সময়ে সময়ে যেরূপ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার পরিধি এবং অন্তর্বস্তু সম্পর্কে নির্দেশ দিবেন সেরূপ নির্দেশসমূহ দ্বারা পথনির্দেশিত হইবেন।

নিরসন এবং ব্যাবৃত্তি।

৪২। (১) পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ অধ্যাদেশ, ১৯৭৫ এতদ্দ্বারা নিরসিত হইল। ১৯৭৫-এর ১ নং পঃ বঃ অধ্যাদেশ।

(২) পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ অধ্যাদেশ, ১৯৭৫ অনুযায়ী কৃত কোন কিছু অথবা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইন অনুযায়ী সিদ্ধতঃ কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যেন এই আইন ৩১শে জানুয়ারি, ১৯৭৫-এ প্রারম্ভ হইয়াছিল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে বিধি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত এবং সরস্বতী প্রেস লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি উদ্যোগ), কলকাতা-৭০০০৫৬-এ মুদ্রিত।

SPL-2024–20–LAW/536(26)